Edit with WPS Office

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

Mr. VIVEKANANDA ROY

STUDY MATERIAL FOR PLSA, SEMESTER -3

CORE COURSE -5, MODULE -II, TOPIC-7

গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (1869-1948) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় নেতৃত্বের অন্যতম কাণ্ডারী, যিনি তাঁর 'সত্যাগ্রহ', 'অহিংস অসহযোগ',' আইন অমান্য', এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনগুলির কর্মসূচিকে ভারতীয়দের আন্দোলনের কর্মসূচি তে পরিণত করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে বাধ্য করেছিলেন ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানে। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে দীর্ঘসময়ের অভিজ্ঞতায় যে সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ রচনা করেছিলেন সেইগুলিতে ভবিষ্যৎ ভারতের একটি রূপরেখা যে তিনি অঙ্কন করেছিলেন তার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর অনুরাগী ও অনুগামীরা তাঁর মতামত ও বক্তব্য সংগ্রহ করে 'গান্ধীবাদ' ('Gandhism') নামে একটি রাজনৈতিক দর্শন প্রচার করেন। এই দর্শনের মধ্যে দিয়েই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার দিকগুলি প্রস্ফুটিত হয়।

গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার উপর বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক Leo Tolstoy, প্রখ্যাত মার্কিন অতীন্দ্রিয়বাদী Henry David Thoreau-র' রচনাবলী সুগভীর প্রভাব রেখেছে। Tolstoy রচিত 'The Kingdom Of God is Within You' (1894), 'The Slavery Of Our Times'(1900) এবং Thoreau রচিত 'Civil Disobedience' (1849) এর দ্বারা প্রভাবিত গান্ধী রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে নিজ মতামত গড়ে তুলেছিলেন। গান্ধীজী তাঁর 'Hind Swaraj' (1909) এবং 'An Autobiography' or 'The Story Of My Experiments With Truth' (1927), ছাড়াও বিভিন্ন প্রবন্ধে, পুস্তক পুস্তিকা ইত্যাদিতে রাষ্ট্র সম্পর্কে নিজ বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

গান্ধীজী রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান প্রধান দিকগুলি হল -

1. রাষ্ট্র সাংগঠনিক হিংসার প্রতীক। গান্ধীজী রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে নৈতিক দিক থেকে দেখেছেন। অহিংসা ও সত্যের পূজারী গান্ধীজি সব ধরনের হিংসাকে বর্জন করার কথা বলেছেন। তিনি পশ্চিমী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সংগঠিত হিংসার প্রতীক বলে বিবেচনা করেন। বলপ্রয়োগ হল এই রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভিত্তি। ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী গান্ধীজী বলেন, "The individual has a soul but the state is a soulless machine, the state can never be weaned away from violence to which it owes its existence." এই কারণেই তিনি রাষ্ট্রকে ভয়ের চোখে দেখেছেন।

2. রাষ্ট্রের বহুমুখী কর্মক্ষেত্রের বিরোধিতা। গান্ধীজী রাষ্ট্রকে "an end in itself" বলে কখনোই মনে

Edit with WPS Office

করেননি। বরং তাঁর মতে রাষ্ট্র হল সর্বাধিক কল্যাণের হাতিয়ার। তবে এটি করতে গিয়ে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে ও মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে অ-কল্যাণ বেশি করে। তাই তিনি রাষ্ট্রের বহুমুখী ক্রিয়াকলাপে একেবারেই আস্থা রাখেন নি। Thoreau -কে অনুসরণ করে তিনি বলেন "....that government is best which governs least."

3. রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌমিকতার বিরোধিতা। গান্ধীজী রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌমিকতায় একেবারেই আস্থা রাখেননি। তিনি জনগণকে প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলেছেন। কারণ, জনগণের সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হলো নৈতিকতা। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হল সংগঠিত আইনগত ক্ষমতা, যার কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই।

4. রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রে আস্থাশীল। গান্ধীজী হলেন 'Stateless Democracy'-র বা 'রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের' প্রবক্তা। তাঁর মতে, এই রকম সমাজে মানুষের সামাজিক জীবন স্ব-নিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হবে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের শাসক হিসেবে কাজ করবে। প্রতিবেশীর প্রতিবন্ধক না হয়ে সহযোগী হয়ে নিজেকে পরিচালনা করবে। তাই তাঁর মতে, এই রকম আদর্শ সমাজে রাষ্ট্র না থাকায় কোনো রাজনৈতিক শক্তিরও অস্তিত্ব থাকবে না।

অহিংস নীতিতে পরিচালিত এই রাষ্ট্রে সবাই সমানভাবে স্বাধীনতা ভোগ করবে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে সাম্য ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে। প্রতিটি ব্যক্তি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের সেবা করবে এবং সব রকম শোষণের অবসান ঘটাবে। গান্ধীজী 'Production For Profit' এর বিরোধিতা করেন। তিনি রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে 'গ্রাম-সমবায়' ('federation of villages') ও 'স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যোগ'কে চিহ্নিত করেন। গ্রামই হবে এক একটি প্রজাতন্ত্র বা পঞ্চায়েত। সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত সত্যাগ্রহী গ্রামসমূহের সমবায়ের মধ্যে দিয়ে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার কল্পনা তিনি করেছেন। এই রামরাজত্বে মানুষকে রাষ্ট্ররূপী দানবের বশীভূত হয়ে থাকতে হবে না; প্রত্যেকে পরিচালিত হবে নৈতিক সংযমের স্ব-আরোপিত আইন দ্বারা।

সমালোচনা। গান্ধীজী রাষ্ট্রচিন্তার বহু বিরূপ সমালোচনা হয়েছে-

(ক) সমালোচকরা গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তাকে স্ব-বিরোধী বলেছেন। কারণ, তিনি 'রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের' কথা বললেও, এমন কথাও বলেছেন, "সেই রাষ্ট্রই ভালো, যা সবচেয়ে কম শাসন করে"। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের অস্তিত্বে আস্থা রেখেছেন।

(খ) গান্ধীজী রাষ্ট্রকে হিংসা ও বলপ্রয়োগের হাতিয়ার বলে ঘোষণা করলেও সমালোচকদের মতে, তিনি শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন নি।

(গ) সমালোচকদের মতে, গ্রাম সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধীজী যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাতে যে আদর্শ রামরাজ্যের ধারনা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিষ্ঠা নিতান্তই অবাস্তব পরিকল্পনা।

উপসংহার। সমালোচিত হলেও গান্ধীজীর রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণার গুরুত্বকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। সমকালীন ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে ব্যক্তিস্বাধীনতার অবলুপ্তি ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা গান্ধীজিকে ব্যথিত করেছিল। তাই তিনি আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে 'রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের' ধারণা প্রচারের মাধ্যমে পশ্চিমী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন।